Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 273 - 280
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাউল সম্প্রদায়ের ওপর সুফি মতবাদের প্রভাব : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

মৌমিতা পাল
গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : moumitapaul965@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Baul, Sufism, Music, Philosophy, Bengal, Murshidi, Allah, Moner Manush.

Abstract

The examination of the Sufi influence on the Baul community is an intriguing field of study. The word 'Baul' was first used in Bengali literature in Maladhar Basu's 'Sri Krishna Vijay Kavya'. Through Advaita Acharya Jagadananda Pandit, the term 'Aul' and 'Baul' were used several times in a cryptic verse directed at Mahaprabhu Chaitanyadeb, where Advaita Acharya referred to Mahaprabhu as a 'Baul' and also called himself a 'Baul'. Baul is a combination of Buddhist, Vaishnav, and Sufi traditions. During the emergence of the Baul philosophy, it is said that the influence of Buddhism, Tantric practices, folk music, Vaishnavism, and Sufism combined to create the Baul tradition in Bengal. The Bauls prefer not to mingle with common people for various reasons. They tend to live inseclusion, and because they do not confine themselves to ordinary lifestyles, they are called Bauls. Like the Sufis, Bauls practice spiritualism through songs. Similar to the Sufis, Bauls are indifferent to materialistic concerns in their attire and lifestyle. The Baul songs, such as Marfati or Murshidi songs, are enriched by Sufi influence. Both Sufis andBauls focus on spiritual devotion to the Creator. However, one notable difference is that while Sufis are engrossed in thoughts of the soul and the spiritual world, Bauls focus on the physical world and the philosophy of the body. The impact of Sufi thought is clearly evident in the form, philosophy, and spiritual practices of Baul songs. Sufi thought, which is a branch of Islamic mysticism, has profoundly influenced the spiritual and social life of the Baul community. According to Sufi principles, love, the quest for unity, and self-exploration are central themes in Baul songs. Just as Sufi mystics aim for purification of the heart and unity with the Divine, the Baul community follows a similar path in their music and practices. This influence is reflected in the Baul songs through Sufi elements such as loving thoughts, specific musical styles, and spiritual practices. This study analyzes the mutual relationship between Sufi and Baul cultures, their cultural exchange, and spiritual unity. We will discuss this matter in detail in our proposed paper.

Discussion

বাংলার বাউল সম্প্রদায়ে সুফি প্রভাব আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমে বাউল শব্দটির উদ্ভব এবং এর ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। 'বাউল' শব্দটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম ব্যবহৃত হয় মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য'-এ, চৈতন্যদেবের সেসময় জন্ম হয়নি –

"মুকুল (ত) মাথার চুল নাংটা যেন বাউল
রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রণে।
বিকটান কাড়িরায় বলে মাংস কাড়ি খায়
রক্ত পড়ে গলিয়া বদনে।।"[১]

এরপর পরবর্তীকালে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বাউল শব্দটি কয়েকবার দেখা যায়। যেমন –

"প্রভু কহে, বাউলিয়া ঐছে কাঁহে কর?
কহিবার যোগ্য নয়— তথাপি বাউলে কয়
কহিতে বা কেবা পাতিয়ায়?"[২]
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ)
"নীবিবন্ধ পড়ে খসি বিনামূল্যে হয় দাসী।
বাউলী হঞা কৃষ্ণা পাশে ধায়।"[৩]
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ)
"তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিলু সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্মনাশ।।"[৪]
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ)

অদ্বৈতাচার্য জগদানন্দ পন্ডিতের মাধ্যমে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে প্রহেলিকাপূর্ণ একটি চরণে 'আউল' ও 'বাউল' শব্দটি কয়েকবার ব্যবহৃত হয় এবং সেই চরণে অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুকে 'বাউল' বলেছেন এবং নিজেকেও 'বাউল' বলে অভিহিত করেছেন। সেই চরণটি হল –

"বাউলকে কহিও লোক হইল আউল,
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।
বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল;
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।"[৫]
(চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা)

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন –

"মনে হয় সংকেত বাতুল (অর্থাৎ উন্মাদ) শব্দের রূপ লইয়া বাউল শব্দটি ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে।"[৬]

আবার ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি সিদ্ধান্ত দেখিয়েছেন, তা হল –

"আওয়াল আউলিয়া আউল্যা, আউলা অপভ্রংশ আউল (অনুকার অব্যয় যোগ্য) বাউল।"[৭]

সুনীতিকুমার আউল ও বাউলকে একই ভাষাগোষ্ঠী বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাউল সম্পর্কে বলেছেন –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি, এ জিনিস হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরেই। একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরল। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধেনি, এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাংলাদেশে প্রেমের গভীর চিত্তে উচ্চসভ্যতার প্রেরণা স্কুল কলেজের অগোচরে আপনা আপনি কিরকম কাজকরে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানদের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।"[৮]

বলা যায় বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও সুফিবাদের একত্র রূপই বাউল। বাউল ভাবের উন্মেষের পর্বে বলা যায় বৌদ্ধ ধর্ম, তান্ত্রিক, লোকসংগীত, বৈষ্ণব ও সুফিবাদের প্রভাবান্বিত সবকিছু মিলে এই বাংলার বাউল।

হিন্দিতে বাউল কথাটি 'বাউরা' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাউলরা একটা ভাবের ঘোরে থাকেন এবং তা বহু গানে ফুটে উঠেছে। বাউলরা সংসার ও সমাজের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে নিজের মনের ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। যেমন একটি গানে আছে —

> "(ও সে) কভু হাসে, কভু কাঁদে,
> কভু নাচে, কভু যাচে,
> সদা সমান ভাব তার শুচি-অশুচিতে।।"[৯]

আবার বাউলরা একটি ঘোরের মধ্যে অবস্থান করেন। তাঁরা অন্যমনস্ক হয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। তারই একটি গানের নমুনা পাই —

> "মহাভাবের মানুষ হয় যে জনা,
> তারে দেখলে যায় রে চেনা;
> (ও) তার আঁখি দুটি ছল-ছল
> মৃদুহাসি বদনখানা।"[১০]

বাউলরা তাঁদের সাধনার কথা কাউকেই জানতে দিতে চান না। তাঁদের গুরুর নির্দেশও এমনই —

> "আপন ভজন-কথা
> না কহিবে যথা-তথা
> আপনাতে আপনি হইবে সমাধান।"[১১]

এই বাউলদের মধ্যে দুটি জীবন বিরাজমান। একটি বহির্জীবন ও অন্যটি অন্তর্জীবন। তাঁদের এই অন্তর্জীবনই মূলত সাধক জীবন, তাঁদের প্রকৃত জীবন।

বাউলদের বেশভূষা : এবার আসা যাক বাউলদের বেশভূষা কেমন হয়। হিন্দু বাউলরা লাল রঙের আলখাল্লা পরিধান করেন এবং দাঁড়ি-গোঁফ কামান। মাথার চুল বাবরি করে কাটেন। হাতে থাকে একতারা। মুসলমান বাউলরা সাদা রঙের লুঙি পরেন আবার কেউ কেউ হলুদ রঙের লুঙি পরেন। গলায় স্ফটিক, পদ্মবীজ ইত্যাদি মালা পরেন, দাঁড়ি-গোঁফ কামান না। লালন সম্প্রদায়ের সবাই লম্বা চুল রাখেন এবং দাঁড়ি-গোঁফ রাখেন। পাঞ্জ সম্প্রদায়ের বাউলরা দাঁড়ি-গোঁফ কামান।

বাউল মতবাদের উদ্ভব : আনুমানিক ১৬২৫ খ্রি. থেকে ১৬৭৫ খ্রি. মধ্যে বাংলায় বাউলরা আবির্ভূত হন। বাউল মতবাদ হচ্ছে দেশজ মতবাদ। বাউলরা হাতে দোতারা কিংবা একতারা হাতে নিয়ে নিজের ভাবের মোহে গান করে ঘুরে ঘুরে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বেড়ান। এঁরা উদাসীন, উন্মনা ও সর্বত্যাগী। তাঁদের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা গানের মাধ্যমে উত্তর দেন। এঁরা এই জগতের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ সবকিছুর উর্ধ্বে বসবাস করেন।

বাউল মতের কোনো নির্দিষ্ট সাল-পঞ্জি নির্ণয় করা যায় না। বাউল গানের কোনো লিখিত রূপ না থাকায় অর্থাৎ বাউল গান গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মৌখিক ভাবে চলে আসছে, ফলে তার থেকে কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বাউল মতের সঙ্গে মিল ঘটেছে বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথ পন্থী, সুফিবাদ, বৈষ্ণব মতের। ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাউল যথেষ্ট প্রবল ছিল বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ বলা যায়, বাউল মত আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে প্রকাশ পেয়েছিল। বঙ্গে ইসলাম প্রবেশের পর ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব এবং সুফি ভাবের প্রভাবে বাংলায় বাউল মত প্রতিষ্ঠিত হল। প্রাচীনতম কয়েকজন বাউলদের নাম আমরা পাই। তাঁরা হলেন— বনচারী, নদীয়ার হরিগুরু, সেবকমালিনী ও অখিলচাঁদ। এঁরা সকলেই নদীয়াবাসী ছিলেন। কারণ সেই সময় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল নদীয়া। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাউল মত নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার নানা স্থানে বাউল মত প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাউল মতে বিভিন্ন সম্প্রদায় দেখা যায়। যেমন —

১. কর্তাভজা সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন ঘোষপাড়ার রামশরণ পাল। আউলচাঁদ এই মতের আদিগুরু। আউলচাঁদের মতকে রামশরণই প্রতিষ্ঠিত করেন।

২. এরপর একদল কর্তাভজা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁশবাটীতে রামবল্লভী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁরা সব ধর্মের শাস্ত্রকে মান্যতা দেন।

৩. কৃষ্ণনগর জেলায় দোগাছিয়া নামক শালিগরাম গ্রামে প্রবর্তিত একটি সম্প্রদায় উদ্ভূত হয় তার নাম সাহেবধনী সম্প্রদায়। গুরুর আসনকে সম্মুখে রেখে সাধনা করেন।

৪. নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র ন্যাড়া সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। এঁদের স্থান আছে ঢাকা ও বীরভূম জেলায়। এঁরা দেহযোগ সাধনা করেন।

৫. সহজী নামক একটি সম্প্রদায় রয়েছে। এঁদের গুরু শ্রীকৃষ্ণ এবং শিষ্যরা হলেন রাধিকা।

এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় বাউল সম্প্রদায়ের ওপর সুফি প্রভাব কীভাবে পড়েছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করব। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থ ‘বাংলার বাউল ও বাউল গান’-এ সুফিবাদের সঙ্গে বাউলদের তিনটি সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। সেগুলি হল —

> “ক. দেহের মধ্যে পরমাত্মা বা আল্লাহর অবস্থিতি ও মানব পরম-মানবের প্রতিচ্ছবি বা ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং মানব-জীবনের অসীম গৌরব ও সার্থকতা।
>
> খ. সাধনা আত্মোপলব্ধি-মূলক; সুফীর ধ্যান-ধারণা এবং বিশেষভাবে হৃদয়াবেগ বা প্রেম দ্বারা আল্লার সঙ্গে একাত্মবোধ বা ‘ফানা’ অবস্থা-প্রাপ্তি বাউলের প্রকৃতি পুরুষের যুগল মিলনরা মহাভাবে অবস্থিত হইয়া ‘সহজ-মানুষ’-এর উপলব্ধি।
>
> গ. ধর্মের বাহ্য আচার বা আনুষ্ঠান-ত্যাগ।”[১২]

সুফিরা যেমন গানের মাধ্যমে সাধনা করেন বাউলেরাও গানের মাধ্যমে সাধনা করে থাকেন। বাউলেরা যে মারফতি বা মুর্শিদি গান গায় সেটা সুফি প্রভাব পুষ্ট। বাউলদের ‘মরমি সন্ধান’ ও সুফিদের ‘তলব সন্ধান’ একই রূপ। বাউলে সেই নমুনা দেখতে পাই —

> “এই মানুষে আছেরে মন
> যারে বলে মানুষ রতন
> সাধন বলে পেয়ে সে ধন,
> পারলাম না চিনিতে।”[১৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাউলেরা 'মনের মানুষ' খুঁজে বেড়ায়। এই 'মনের মানুষ' হচ্ছে অদৃশ্য সত্তা। সুফিরাও এই অদৃশ্য সত্তাকে খুঁজে বেড়ায়। ড শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, সহজিয়াদের 'সহজ', উপনিষদের 'পরমাত্মা', সুফিদের 'প্রিয়তম'-এর মিলিতরূপ হল বাউলদের 'মনের মানুষ'।

বাউলগানের 'আর্‌শিনগর' সুফি সাধনার 'লতিফা'। সুফিরা যেমন নিজের মধ্যে থেকেই ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করতে চান, বাউলেরাও নিজেকে দিয়ে ঈশ্বরের অণ্বেষণ করেন—

"ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়
আপন ঘর না বুঝে বাহির খুঁজে পড়বি ধাঁধায়।"[১৪]

সুফি দরবেশ যেমন প্রেমানলে ডুবে পাগল হন, বাউলও উন্মাদ হন সেই প্রেমানলে ডুবে। বাউলের এই উনামগ্রস্ততার পরিচয় গানে পাওয়া যায়—

"আসার সাঁই দরদী আর কতদিন রব?
দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াই, আর বা কোথা পাব?
যার জন্যে হয়েছি পাগল, তারে কোথায় পাব?
মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে তারে কি দিয়ে নিবাব?"[১৫]

সুফিদের কাছে তীর্থভ্রমণ, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি পরিত্যাজ্য, বাউলদের কাছেও ঠিক তেমনি।

"আমার নাই মন্দির কি মসজিদ
পূজা কি বকরিদ
তিলে তিলে মোর মক্কা-কাশী
পলে পলে সুদিনা।"[১৬]

সুফিরা যেমন মনে করেন গুরু ছাড়া তাদের সাধন ভজনা বৃথা, তেমনি বাউলেরাও গুরুকে মেনে চলে পথের দিশারী হিসাবে। উভয় তত্ত্বেই গুরু বা মুর্শিদ শিষ্যকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখান। শিষ্য তাঁর নিজের সমগ্র সত্তা নিবেদন করেন নিজের মুর্শিদের কাছে। লালন তাই বলেন —

"মুর্শিদ বিনে কি ধন আর আছেরে মন এ জগতে
যে নাম স্মরণে হরে, তাপিত অঙ্গ শীতল করে
ভববন্ধন জ্বালা যায় গো দূরে জপ ঐ নাম দিবারাতে।।"[১৭]

সুফিরা গুরুকে যেমন চলার পথে সহায়করূপে পেতে চান, তেমনই বাউলেরাও গুরুকে সহায়করূপে পেতে চান, কন্টকরূপে নয় —

"গুরু তোমারে করি মানা,
গুরু তোমারে করি মানা-
সোনার পায়ে বেড়ী দিও না।"[১৮]

বাউল সম্প্রদায়ে গুরুবাদের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম, উচ্চ-নিচ কোনো ভেদাভেদ নেই। এই ক্ষেত্রে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর মত উল্লেখ করা যেতে পারে —

"বাউল মনাই শেখের শিষ্য কালচাঁদ মিস্ত্রী, তাঁহার শিষ্য হারাই নমশূদ্র, তাহার শিষ্য দীনু জাতিতে নট, তাঁহার শিষ্য কালচাঁদ মিস্ত্রী, তাঁহার শিষ্য ঈশান যুগী,তাঁহার শিষ্য মদন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিত্যনাথের শিষ্য বলা কৈবর্ত, তাঁহার শিষ্য বিশা ভুঁইমালী, তাঁহার শিষ্য জগা কৈবর্ত, তাঁহার শিষ্য মাথা পাটিয়াল বা কাপালী, তাঁহার শিষ্য গঙ্গারাম।"[১৯]

সুফি ও বাউলের একই মত। তাঁরা একই ভাবনা চিন্তা করেন যে, যে-যেভাবে তাঁর প্রভুকে স্মরণ করেন, প্রভুও সেই ভাবেই তার কাছে ধরা দেন –

সুফি – "আমি স্থল, আমি জল, আমি অপরূপ।
যে-ঘরেতেই নাও মোরে ধরি তার রূপ।।"[২০]
বাউল – "যে যা ভাবে সেই রূপ সে হয়
রাম রহীম করীম কালা
এক আল্লাহ্ জগৎময়।"[২১]

সুফিরা আল্লাহ ও নবীকে একসঙ্গে প্রেমের মাধ্যমে পেতে চান, বাউলগণও তাই –

"নবীজীর অর্থ বিনা
ও দিন-কানা
আল্লা-নবী এক প্রেমেতে হয় উপাসনা।"[২২]

আবার সুফিদের ধারনা জ্ঞান মুর্শিদকে ধরেই পাওয়া যায়। মুর্শিদকে তাঁরা রসূলের সঙ্গে একই কল্পনা করেছেন। বাউলদেরও একই মত –

"যেরূপ মুরশিদ সেইরূপ রসূল
যে ভয়ে সে হবে মক্‌বূল
সিরাজ সাঁই কয়, লালন কি কূল পাবি
মুরশিদ না ভজিলে।"[২৩]

আত্মতত্ত্বের দ্বারা যে মানুষ, মনের মানুষের সন্ধান পেয়েছে, তার আর কোনো ধর্মের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই –
"আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।"[২৪]

বাউল ও সুফি উভয় মতেই মানুষই সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠত্বের আসনের অধিকারী। তাই লালন বলেন –

"মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে।
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে।।
মাটির ঢিবি কাঠের ছবি
ভূত ভবিষ্যৎ আর দেবাদেবী
ভোলে না সে এসব রূপী
মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে।।"[২৫]

সুফি ও বাউলদের মতে মানুষের অন্তরেই আল্লাহ বিরাজমান। মানুষের মধ্যে দেহ, মানবাত্মা, পরমাত্মা সবই একাকার হয়ে যায় –

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কমনে আসে যায়
তারে ধরতে পারলে মন-বেড়ী

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দিতাম তার পায়।"[২৬]

সুফি ও বাউল মতে মানুষই সব। মানুষের মধ্যেই স্রষ্টা বিরাজমান —

"মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপারে তুই
মূল হারাবি।"[২৭]

পরিশেষে বলা যায়, বাউলের উৎপত্তি সম্পর্কে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ বহু আলোচনা করেছেন। বলা যায়, বাউলমতের উদ্ভব ১৪০০ শতকের মধ্যভাগে। আবার কেউ কেউ বলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেও এর সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু যাই হোক, ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে প্রায় ৩০০ বৎসর ধরে বাউল গানের উদ্ভব হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে।

বাউলমতের পিছনে একটি বড় কারণ রয়েছে। বাংলাদেশে সামাজিক অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে নাথ ও সহজিয়ারা কেউ কেউ ইসলাম ধর্মে, আবার কেউ কেউ বৈষ্ণব ধর্মে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এঁরাই বাউল ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বাউল একপ্রকার মিশ্র মত।

বাউল ধর্ম একান্তই বাংলার নিজস্ব সম্পদ। বাউল ধর্মে হিন্দু-মুসলমানে কোনো ভেদাভেদ নেই। সবই একসূত্রে গাঁথা। হিন্দু বাউলদের গানে আছে যেমন রাধাকৃষ্ণের ভজনা, তেমনি সুফি বাউলদের গানে রয়েছে আল্লাহকে পাওয়ার ব্যকুলতা।

বাউলদের কোনো শাস্ত্র নেই, কোনো পুঁথি নেই, গানই তাঁদের শাস্ত্র, গানই তাঁদের জীবন। বাউলেরা যে অজ্ঞাত মর্ম, অচিন পাখি, দরদি সাঁই, মনের মানুষের অনুসন্ধানে পাগল হয়েছেন, তা সুফিদের 'ঘয়ব্' অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তুর সন্ধান ছাড়া কিছুই না। পার্থক্য শুধু এইটুকু বাউলের অনুসন্ধানী মন থেকে বাংলার ভিজা-মাটির গন্ধ পাওয়া যায়, আর সুফিদের আবেগগুলি থেকে আরব, পারস্যের উচ্ছ্বাসী মন উঁকি-ঝুঁকি মারে। বাউলেরা মানুষের মধ্যেই স্রষ্টাকে উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু সুফিরা মানুষের মধ্যে ত উপলব্ধি করেছেনই, তাছাড়া এই অনন্ত সৃষ্টির মধ্যেও স্রষ্টাকে উপলব্ধি করেছেন। বলা যায়, সুফি ও বাউল একে অপরের পরিপূরক।

Reference:

১. গনী, ওসমান, ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম পারুল প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ৪৫১
২. তদেব, পৃ. ৪৫১
৩. তদেব, পৃ. ৪৫১
৪. তদেব, পৃ. ৪৫১
৫. তদেব, পৃ. ৪৫২
৬. তদেব, পৃ. ৪৫২
৭. তদেব, পৃ. ৪৫৩
৮. তদেব, পৃ. ৫১৬
৯. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানির পক্ষে প্রতাপ কুমার মণ্ডল কর্তৃক, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৪২৬, পৃ. ৪৮
১০. তদেব, পৃ. ৪৯
১১. তদেব, পৃ. ৪৯
১২. তদেব, পৃ. ৪৮২

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৩. ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ, বঙ্গে সুফি প্রভাব ও সুফিতত্ত্বের ক্রমবিকাশ, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, একুশে বইমেলা, ২০১৮, পৃ. ১১৩
১৪. ওয়াহাব, আবদুল, বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সংগীত, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কবিপক্ষ মে, ১৯৯৯; পৃ. ১৩৬
১৫. হক, এনামুল, মহম্মদ, বঙ্গে স্বূফী প্রভাব, র‍্যামন পাবলিশার্স-এর পক্ষে ২৬, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, পৃ. ১৩৪
১৬. তদেব, পৃ. ১৩৬
১৭. হোসেন, আনোয়ার, ফকির, লালনসঙ্গী (প্রথম খণ্ড), হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, পৃ. ২২৭
১৮. হক, এনামুল, মহম্মদ, বঙ্গে স্বূফী প্রভাব, র‍্যামন পাবলিশার্স-এর পক্ষে ২৬, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, পৃ. ১৩৯
১৯. সেন, ক্ষিতিমোহন, বাংলার বাউল, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৬২
২০. গনী, ওসমান, ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম পারুল প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ৪৮৮
২১. তদেব, পৃ. ৪৮৯
২২. তদেব, পৃ. ৪৯৬
২৩. তদেব, পৃ. ৪৯৮
২৪. তদেব, পৃ. ৫০১
২৫. হোসেন, আনোয়ার ফকির, লালনসঙ্গী (প্রথম খণ্ড), হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, পৃ. ১১৪
২৬. গনী, ওসমান, ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম পারুল প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ৫০৬
২৭. তদেব, পৃ. ৫০৮

Bibliography:

ওয়াহাব ড. আবদুল, বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সংগীত, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- কবিপক্ষ মে, ১৯৯৯

গনী ড. ওসমান, ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম পারুল প্রকাশন- ২০১৮

ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ, বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানির পক্ষে প্রতাপ কুমার মণ্ডল কর্তৃক, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ- ১লা বৈশাখ, ১৪২৬

ভট্টাচার্য প্রদ্যোৎ, বঙ্গে সুফি প্রভাব ও সুফিতত্ত্বের ক্রমবিকাশ, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- একুশে বইমেলা, ২০১৮

সেন ক্ষিতিমোহন, বাংলার বাউল, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

হক এনামুল ড. মহম্মদ, বঙ্গে স্বূফী প্রভাব, র‍্যামন পাবলিশার্স-এর পক্ষে ২৬, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

হোসেন আনোয়ার ফকির, লালনসঙ্গী (প্রথম খণ্ড), হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি- ২০১৫